বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা
ও
জাতীয় অর্থনীতিতে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ভূমিকা

মোঃ মইন উদ্দিন*

সূচনা

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। এখনও ২৩ ভাগ জিডিপি কৃষি হতে আসে। দেশের মোট শ্রমশক্তির শতকরা ৬২.৩ ভাগ কৃষি খাতে নিয়োজিত (বিবিএস লেবার ফোর্স সার্ভে, ১৯৯৯-২০০০)। দেশের মোট রপ্তানীতে কৃষি জাত পন্যের (কাঁচা পাট, পাটজাত দ্রব্য, চাসহ) অবদান ৫.১০ ভাগ। খাদ্য শস্য উৎপাদন ব্যবস্থায় গত কয়েক বছর ধরে একটি উর্ধমূখী ধারা বিদ্যমান রয়েছে। পরপর কয়েক বছর ফসলের বাম্ভর ফলন হওয়ায় খাদ্য শস্য উৎপাদন একটি যৌক্তিক মাত্রায় পৌঁছেছে। অথচ এই কৃষি খাতে এখনও অ্মুজি যোগানের অভাব রয়েছে। বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থাঁ দেশী বিদেশী ৪৯টি ব্যাংক কাজ করলেও কৃষির ন্যায় ঝুঁকিপূর্ণ খাতে মাত্র ৫টি ব্যাংক (বিকেবি, রাকাব, সোনালী, জনতা ও অগ্রণী) অর্থায়ন করে। এর মধ্যে বিকেবি ও রাকাবই মোট অর্থায়নের ৬০-৭০% (বছর ভেদে তারতম্য হতে পারে) করে থাকে। বাদবাকী ৩০-৪০% সোনালী, জনতা ও অগ্রণী ব্যাংক করে থাকে। সেদিক থেকে জাতীয় অর্থনীতিতে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ভূমিকা অনস্বীকার্য। অথচ এ নিয়ে খুব বেশি একটা মূল্যায়নপত্র প্রকাশিত হয়েছে বলে জানা নেই। তাই প্রয়োজন অবম্র্যধ হলো বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের কার্যক্রম নিয়ে আলোচনার। বিশেষতঃ ১৯৯৮ সালে দেশের ভয়াবহ বন্যার পর কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচীতে কৃষির ব্যাংক ব্যাপক ব্যাঘাত কৃষি ঋণ কার্যক্রম গ্রহন করেছিল। সাম্প্রতিক ২০০৪ সালের জাতীয় প্রাকৃতিক বিপর্যয় তথা ভয়াবহ বন্যার পর কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচীতে কৃষি ব্যাংক ব্যাপক কৃষি ঋণ কার্যক্রম গ্রহন করেছে। এদিক থেকে জাতীয় অর্থনীতিতে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ভূমিকা বিশ্লেষিত হওয়া প্রয়োজন।

সামষ্টিক অর্থনৈতিক গতিধারা

প্রবৃদ্ধি ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাময়িক প্রাক্কলন অনুযায়ী ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি দাঁড়াবে ৫.৫২ শতাংশে। উল্লেখ্য, মধ্যমেয়াদী সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে আলোচ্য অর্থ

* উপ-মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

বছরে প্রকৃত জি,ডি,পির প্রবৃদ্ধির হার প্রত্যেভব করা হয়েছে ৫.৫ শতাংশ এই কাঠামোর প্রক্ষেপন অনুযায়ী বর্তমান ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার ৬.০ শতাংশে এবং ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে ৬.৫ শতাংশে উন্নীত হবে বলে আশা করা হয়েছে। জিডিপির উচ্চতর প্রবৃদ্ধির অর্জন দেশে বিনিয়োগ প্রবাহের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। এ কারনে মধ্যমেয়াদী সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে ২০০৫-০৬ অর্থ বছরের জন্য প্রক্ষেপিত জিডিপির প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হলে জিডিপির শতকরা হারে ২৬ শতাংশ বিনিয়োগ প্রয়োজন হবে মর্মে প্রক্ষেপন করা হয়েছে ।

২০০১-২০০২ অর্থ বছরের অর্থনতি শ্লথ গতি কাটিয়ে ২০০২-০৩ অর্থ বছরে স্থির মূল্যে জিডিপ্থির প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ৫.২৬ শতাংশ এবং জাতীয় সঞ্চয় ও বিনিয়োগ হার দাঁড়ায় যথাক্রমে জিডিপির ২৪.৪৫ শতাংশ ও ২৩.৪১ শতাংশ। রাজনৈতিক অস্থিরতাসহ নানাবিধ প্রতিকূলতা সত্বেও এই হার অর্থনীতির ইতিবাচক পরিচয় বহন করে। প্রবৃদ্ধির এই উর্ধমূখিতার ধারায় শিল্প ও সেবা খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৫.৫২ শতাংশ এবং জাতীয় সঞ্চয় ও বিনিয়োগ হার যথাক্রমে জিডিপ্থির ২৪.৪৯ শতাংশ ও ২৩.৫৮ শতাংশে দাঁড়াবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে।

লেখচিত্র-০১ ও সারণী-০১ থেকে স্পষ্ট যে, দেশে মাথাপিছু জিডিপি ও জাতীয় আয় ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে চলতি বাজার মূল্যে মাথাপিছু জাতীয় আয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ২৫,৯৪৪ টাকা যা ২০০২-০৩ অর্থ বছরের মাথাপিছু জাতীয় আয় হতে ৯.১৩ শতাংশ বেশী। মাথাপিছু জিডিপি এ সময়ে বৃদ্ধি পেয়েছে ৯.১৮ শতাংশ। এই প্রথম মাথাপিছু জিডিপি ও জাতীয় আয় যুগপৎ চারশত মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। উল্লেখ্য, মার্কিন ডলারের হিসেবে ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে মাথাপিছু জাতীয় আয় ৪৪৪ মার্কিন ডলার। ১৯৯৯-২০০০ থেকে ২০০২-০৩ অর্থ বছর পর্যন্ত চলতি বাজার মূল্যে মোট ও মাথাপিছু জিডিপি মূল জাতীয় আয় (জিএনআই) টাকায় ও মার্কিন ডলারে সারণী -০১ এ দেখানো হয়েছে।

লেখচিত্র ১ ঃ চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি, জিএনআই, মাথাপিছু জিডিপি ও মাথাপিছু জিএনআই

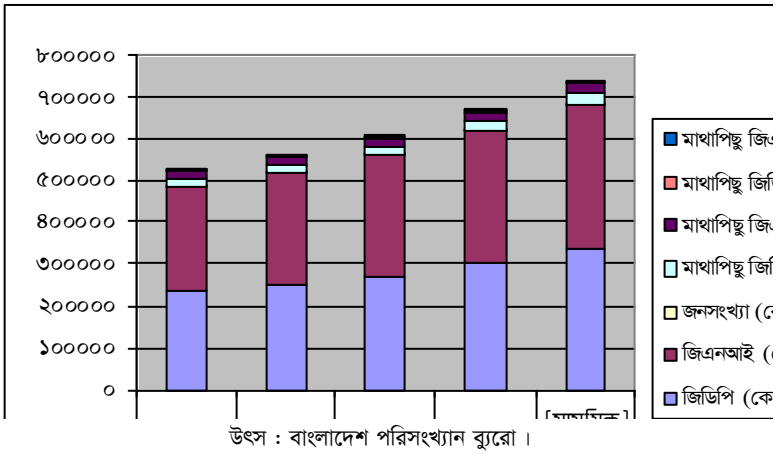

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

সঞ্চয়

১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে দেশজ সঞ্চয় ও জাতীয় সঞ্চয় ছিল যথাক্রমে ১৪.৯০ শতাংশ ও ২০.১৭ শতাংশ। ২০০২-০৩ অর্থ বছর পর্যন্ত দেশজ সঞ্চয় ও জাতীয় সঞ্চয় ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে জিডিপির ১৮.২১ শতাংশ ও ২৪.৪৫ শতাংশ। সাময়িক প্রাক্কলনের হিসাবে দেখা যায় যে, ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে দেশঝ সঞ্চয় ও জাতীয় সঞ্চয়ের হার যথাক্রমে জিডিপির ১৮.২৭ শতাংশ ও ২৪.৯৯ শতাংশ দাঁড়াবে। সারণী-০২ ও লেখচিত্র ০২ এ ১৯৯৫-৯৬ থেকে ২০০৩-০৪ অর্থ বছর পর্যন্ত বছরওয়ারী দেশজ ও জাতীয় সঞ্চয়ের পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়েছে।

লেখচিত্র ২ ঃ জিডিপি সঞ্চয়ের শতকরা হার

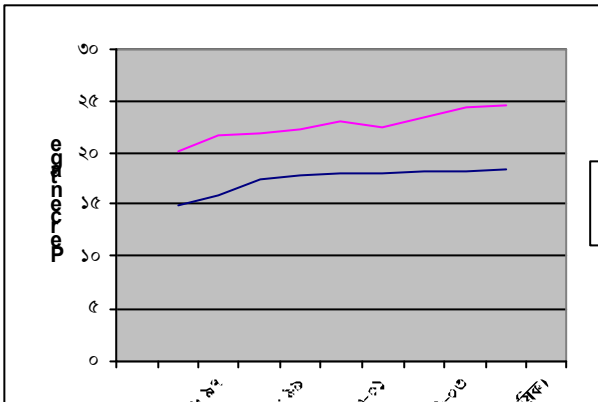

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

বিনিয়োগ

১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছের মোট বিনিয়োগের হার ছিল জিডিপ্থির ১৯.৯৯ শতাংশ। এর মধ্যে সরকারী ও বেসরকারী খাতের বিনিয়োগের হার ছিল যথাক্রমে ৬.৪২ শতাংশ ও ১৩.৫৮ শতাংশ। ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছর হতে জাতীয় বিনিয়োগ হার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়ে ২০০২-০৩ অর্থ বছরে জিডিপ্থির ২৩.৪১ শতাংশে উন্নীত হয়। এরমধ্যে সরকারী ও বেসরকারী খাতের অবদান ছিল যথাক্রমে ৬.২০ শতাংশ ও ১৭.২১ শতাংশ। জাতীয় অর্থনীতিতে বেসরকারীমুখী সংস্থার পরিচালিত হওয়ায় বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ সহ স্থানীয় অর্থায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বেসরকারী খাতে বিনিয়োগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাময়িক প্রাক্কলন অনুযায়ী ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরে জাতীয় বিনিয়োগ হার কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পেয়ে এ যাবৎকালের সর্বোচ্চ হারে ২৩.৫৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছে এবং এতে সরকারী ও বেসরকারী খাতের অবদান যথাক্রমে ৬.১২ শতাংশ ও ১৭.৪৭ শতাংশ হবে বলে অনুমিত হচ্ছে। গনখাতে বিনিয়োগ স্থুল দেশজ উৎপাদনের শতকরা হারে সামান্য হ্রাস পেলেও সর্বমোট সরকারী ব্যয় বেড়েছে। অনুরুপভাবে ব্যক্তিখাতে ক্রমাগত বিনিয়োগ বেড়ে চলেছে। নব্বই এর দশকের শুরুতে মোট বিনিয়োগ ব্যক্তিখাতে

লেখচিত্র ৩ ঃ জিডিপি বিনিয়োগের শতকরা হার

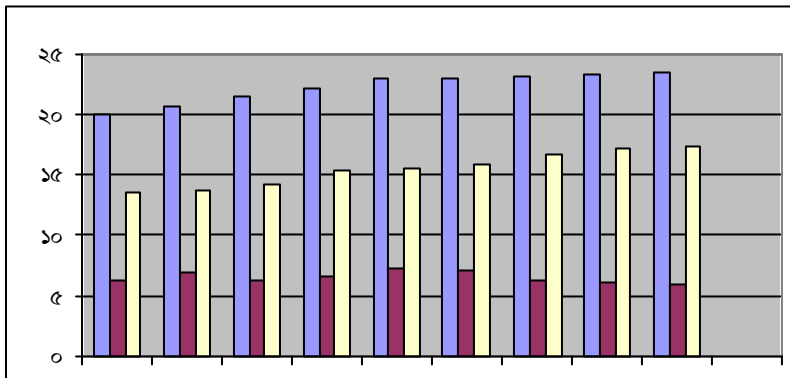

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

অবদান ছিল প্রায় ৬০ শতাংশ যা ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে দাঁড়িয়েছে ৭৪ শতাংশে। ১৯৯৫-৯৬ থেকে ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছর পর্যন্ত জিডিপিতে বিনিয়োগের শতকার হার সারণী-০৩ ও লেখচিত্র ০৩ এ প্রদর্শিত হয়েছে।

মূল দেশজ উৎপাদ সঞ্চয় ও বিনিয়োগের গুরুত্ব অপরিসীম। উল্লেখ্য, জিডিপির প্রবৃদ্ধি অনেকাংশে নির্ভর করে পুঁজির নিবিড়তা ও পুঁজির ব্যবহারের দক্ষতার উপর । এ কারনে জিডিপির শতকরা হার সঞ্চয় ও বিনিয়োগ গুরুত্বপুর্ণ নির্দেশক।

আর্থিক বাজার ব্যবস্থাপনা

আর্থিক বাজার মূলত ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং পুজি বাজার নিয়ে গঠিত। বাংলাদেশের আর্থিক বাজারের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র নিম্নে (সারণী-৪) দেয়া হলো।

ব্যাংকিং খাত ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমুহ

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমুহ অর্থনীতিতে গতি সঞ্চারের মাধ্যমে তাকে সচল রাখে। ব্যাংকগুলো সংগৃহীত আমানতকে উৎপাদনমুখী বিনিয়োগে রূপান্তর করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুতপুর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বাজার অর্থনীতি ও বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে অতি দ্রুতহারে আর্থিক মধ্যস্বত্যায়নের (Intermediation) জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমুহ তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে।

ব্যাংকিং খাত

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে চার ধরণের তফসিলী ব্যাংক অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এপ্রিল ২০০৩-২০০৪ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট ৪৯টি তফসিল ব্যাংক ৬২৩০টি শাখার মাধ্যমে তাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। এসব ব্যাংকের মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ব খাতে ৪টি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও ৫টি বিশেষায়িত ব্যাংক, ৩০টি স্থানীয় বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং ১০টি বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংক অন্তর্ভূক্ত আছে। দেশে স্থানীয় বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে ৫টি এবং বিদেশী ব্যাংকের মধ্যে ১টিসহ মোট ৬টি ইসলামী ব্যাংক রয়েছে। বাংলাদেশ পরিচালিত তফসিলী ব্যাংক সমূহের ৩৬৯৯টি শাখা (মোট ব্যাংক শাখার ৫৯.৩৭%) মফস্বলে ও গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত। মোট ব্যাংক শাখার মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা ৩৩৯০টি, বেসরকারী ব্যাংকের শাখা ১৪৮৮টি, বিদেশী ব্যাংকের শাখা ৩৪টি এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের শাখা ১৩১৮টি। এছাড়াও বাংলাদেশ ১টি জাতীয় সমবায় ব্যাংক, ১টি আনসার ভিডিপি ব্যাংক, ১টি কর্মসংস্থান ব্যাংক ও ১টি গ্রামীন ব্যাংক রয়েছে। ২০০৩ সালের শেষে বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থার অবকাঠামো ব্যাংকের ধরণ অনুসারে নিম্নে (সারণী-০৫) এ উপস্থাপন করা হলো ঃ

লেখচিত্র ৫ ঃ ২০০৩ এর শেষে বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থার অবকাঠামো

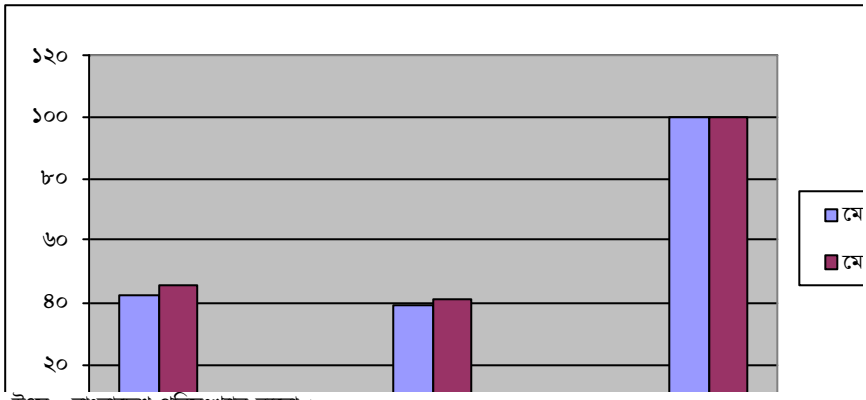

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

শাখার বিস্তার

মুলধন পর্যাপ্ততা, সম্পদের গুনগত মান, আয়-ব্যয় অনুপাত প্রভৃতি বিচারে বেসরকারী ব্যাংক সমুহ ও বিদেশী ব্যাংকসমুহ তুলনামূলকভাবে ভাল অবস্থানে থাকলেও শাখার বিস্তার পর্যবেক্ষনে দেখা যায় যে, রাষ্ট্রায়াত্ব ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহে সাধারন জনগনের অধিকতর প্রবেশগম্যতা (access) রয়েছে। বিদেশী ব্যাংক সমূহের কোন শাখা মফস্বলে /গ্রামাঞ্চলে নেই। বেসরকারী ব্যাংক সমূহের মোট শাখার মধ্যে মাত্র ২৬ শতাংশ মফস্বলে/ গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত। পক্ষান্তরে সরকারী ব্যাংক সমূহের মোট শাখার প্রায় ৬৩ শতাংশ এবং বিশেষায়িত ব্যাংক সমূহের মোট শাখার ৮৯ শতাংশ মফস্বলে /গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত।

আমানত ও ঋনের পরিমান

জুলাই ২০০৩ হতে ফেব্রুয়ারী ২০০৪ পর্যন্ত আমানত ও ঋনের পরিমান পূর্ববর্তী অর্থ বছরের একই সময়ের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সময়ে ব্যাংকসমুহের মোট আমানত পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৫৯.৯১ বিলিয়ন টাকা (৫.৬২ শতাংশ) বৃদ্ধি পেয়ে ১১২৫.৮৮ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। একই সময়ে ব্যাংকসমুহের মোট ঋনের স্থিতিও পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৬৯.৯১ বিলিয়ন টাকা (৮.৩১ শতাংশ) বৃদ্ধি পেয়ে ৯০১.৮৩ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের কার্যক্রম

জন্ম ইতিহাস

১৯৫২ সালে তদানিন্তন পাকিস্তান সরকার কর্তৃক এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট ফাইনান্স কর্পোরেশন নামে একটি আর্থিক সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৩ সালে এই সংস্থা কাজ শুরু করে। ১৯৫৭ সালে তদানিন্তন সরকার *এগ্রিকালচারাল ব্যাংক অব পাকিস্ড়ান* নামে আর একটি সংস্থার জন্ম দেয়। পরবর্তীতে ১৯৫৮ সালে এই দুই রাষ্ট্রীয় ঋণ সংস্থাকে একীভূত করে *এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অব পাকিস্ড়ান* নামে অভিহিত করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৩ সালে রাষ্ট্রপতির ২৭ নং আদেশ বলে এই ব্যাংকের নামকরণ করা হয় বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

ব্যাংকের শাখার সংখ্যা

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের মোট শাখার সংখ্যা ৯৩১টি (১০ ব্লরশ্চষ'০৪ পর্যন্ত)। তম্মধ্যে শহুরে শাখা ১৩০টি (১৪%) এবং গ্রামীন শাখা ৮০১টি (৮৬%)। এ শাখাগুলোর ৪৮টি (৫%) জেলা সদরে অবস্থিত, ৩০৩টি (৩৩%) উপজেলা সদরে অবস্থিত এবং ৫৬৪টি (৬০%) ইউনিয়ন শাখা হিসাবে আখ্যায়িত। বাদবাকী ১৬টি (২%) সিটি কর্পোরেশন ও গুরুত্বপূর্ণ শহুরে অবস্থিত। উল্লেখ্য বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ৫টি কর্পোরেট শাখা ও ১৪টি এডি (অথরাইজড ডিলার ঃ ফরেন এক্সচেঞ্জ) শাখা রয়েছে।

ব্যাংকের ব্যবসায়িক কার্যক্রম

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের আর্থিক ভিত্তি মজবুত করণের মাধ্যমে একে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিনত করার লক্ষ্যে বিগত ৩ বছর ব্যাংকের বিভিন্ন কর্মকান্ডের পরিমানগত অর্জনের সাথে সাথে গুনগত অর্জনকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। ফলশ্রুতিতে ব্যাংকের সকল কর্মকান্ডের গুনগত অর্জন বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের বিগত ৩ বছরের কর্মকান্ড স্মারণী : ০৭ এ দেখানো হয়েছে।

ঋণ বিতরণ কার্যক্রম

সাম্প্রতিক অর্থ বছরসমূহে ব্যাংক ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে গুনগতমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত ঋণ বিতরণ নীতিমালা অনুসরণ করা হয়।

* কৃষির প্রতিটি খাতের সুষম উন্নয়ন ও বিকাশ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ব্যাংক ঋণ বিতরণ কর্মসূচী শুধুমাত্র কয়েকটি খাতে সীমিত না রেখে কৃষি ও আন্তঃসম্পর্কিত সকল খাত/উপ-খাতসমূহে ঋণ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ।

* কৃষি বহুমুখীকরণ, আধুনিকায়ন, বাণিজ্যিকীকরণ ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মনোন্নয়নের লক্ষ্যে সম্ভাবনা ও শ্রমনিবিড়তার বিবেচনায় ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে ৭টি খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। খাত ৭টি হলো ঃ

০১। শস্য
০২। মৎস্য
০৩। পশু সম্পদ
০৪। সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি
০৫। কৃষি ভিত্তিক শিল্প
০৬। চলমান ঋণ
০৭। দারিদ্র বিমোচন ও ক্ষুদ্র ঋণ কমসূচী।

* ব্যাংকের বিগত ৫ বছরে ব্যাংকের খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরনের চিত্র স্মারণীঃ ০৮ এ দেখানো হলো।

শস্য ঋণ

শস্য ঋণ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ঋণ বিতরণের অন্যতম অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাত। মোট ঋণ বিতরণ কর্মসূচীর ৬০% এ খাতের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়। ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে এ খাতে ১০২৪.১৭ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

দানাদার ফসল ঃ ধান, গম, ভুট্টা, আলু, সরিষা, তিল, সয়াবিন, সূর্যমুখী, বিভিন্ন ডাল ইত্যাদি।

অর্থকরী ফসল ঃ চা, পাট, আখ, পানবরজ, সুপারী চাষ, কলা চাষ, নারিকেল বাগান, তুলা চাষ, ফুল চাষ ইত্যাদি।

শীতকালীন ফসল ঃ ফুলকপি, বাঁধাকপি, সীম, মটরশুটি, বিভিন্ন শাক, বেগুন, টমেটো, গাজর, মুলা, ডাটা, কুমড়া ইত্যাদি।

গ্রীষ্মকালীন ফসল ঃ শস্য, ঢেঁড়শ, করলা, পটল ইত্যাদি।

হর্টিকালচার ঃ নার্সারী স্থাপন (ফলজ, উপকারী বৃক্ষ, ফুল ও বাহারী গাছপালা, মসলা, সব্জী চারা ইত্যাদি উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ)।

ফলচাষ (আম, কাঁঠাল, লিচু, পেঁপে, কলা, পেঁয়ারা, আনারস, তরমুজ, লেবু ইত্যাদি উৎপাদন)।

মাশরুম চাষ ও বাজারজাতকরণ।

রপ্তানী বাজার সম্প্রসারনে লেটুস, ক্যাপসিকাম, ব্রুকলি, ফেঞ্চবীন ও অন্যান্য সব্জী উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ।

মসলা জাতীয় ফসল, পেঁয়াজ, রসুন, আদা, হলুদ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ।

আমদানী বিকল্প ফল, কমলা, আংগুর ইত্যাদি উৎপাদন।

চাঃ চা বাংলাদেশের অন্যতম রপ্তানীযোগ্য কৃষি পণ্য। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চা খাতে অর্থায়নকারী একক অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান। দেশের সর্বমোট ১৬০টি চা বাগানের মধ্যে বাংলাদশে কৃষি ব্যাংক একাই

১৩৫টি চা বাগানে অর্থায়ন করে আসছে। এ শ্রম নিবিড় শিল্পের সঙ্গে বর্তমানে পোষ্যসহ প্রায় ৭ লক্ষ জনগোষ্ঠী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চা পাতা উৎপাদন কার্যক্রম চালু রাখার জন্য উৎপাদন ঋণ এবঙ চা বাগানের সম্প্রসারণ, রক্ষনাবেক্ষণ, কারখানার আধুনিকীকরণসহ যাবতীয় উন্নয়নমূলক কাজের জন্য উন্নয়ন ঋণ প্রদান করে থাকে।

রাবার চাষঃ আমদানী বিকল্প পন্য হিসাবে রাবার চাষে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক প্রধান অর্থায়নকারী ব্যাংক। বেসরকারী খাতে প্রতিষ্ঠিত রাবার বাগানসমূহ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এককভাবে অর্থায়ন করে আসছে। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক নিম্নবর্ণিত উপখাতে ঋণ প্রদান করে রাবার চাষে সহায়তা করেঃ

রাবার বাগান উন্নয়ন, রাবার উৎপাদন ও বিপনন।

রাবার প্রক্রিয়াজাত দ্রব্যাদি তৈরী ও বাজারজাতকরণ প্রকল্পে অর্থায়ন।

মৎস্য ঃ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য একটি সম্ভাবনাময় খাত। আমিষের চাহিদা পুরন, রপ্তানীর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি পূর্বক দারিদ্র বিমোচনের মাধ্যমে তাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে মৎস্য খাতের অবদান উল্লেখযোগ্য। এ খাতের সাথে সার্বক্ষনিকভাবে প্রায় ১২ লক্ষ এবং খণ্ডকালীন ১ কোটি ২০ লক্ষ মানুষ সম্পৃক্ত থেকে তাদের জীবিকানির্বাহ করে। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে প্রানীজ আমিষের প্রায় ৬০ শতাংশ আসে মাছ থেকে। মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিকেবি জন্মলগ্ন থেকেই ঋণ বিতরণ করে আসছে। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে মৎস চাষ খাতে ৭০.৮০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। এ ঋণ প্রদানের উপখাত সমূহ নিম্নরূপঃ

মিঠা পানির মাছ

* বিদ্যমান পুকুরে মৎস্য চাষ।
* হাজামজা পুকুর পুনঃ খনন করে মৎস্য চাষ।
* নতুন পুকুর খনন করে মৎস্য চাষ।

চিংড়ী চাষ

* সনাতন পদ্ধতিতে চিংড়ী চাষ।
* উন্নত পদ্ধতিতে চিংড়ী চাষ।
* আধানিবিড় পদ্ধতিতে চিংড়ী চাষ।
* মিঠা পানিতে গলদা চিংড়ী চাষ।

হ্যাচারী

* মিঠা পানির মৎস্য পোনা উৎপাদন।
* বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক প্রযুক্তির চিংড়ী পোনা উৎপাদন।

এছাড়া বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক মৎস্য আহরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও রপ্তানীর জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদান করে।

পশু সম্পদ ঃ বাংলাদেশ কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতিতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান এবং দারিদ্র বিমোচনে পশু সম্পদ খাত বর্তমানে অন্যতম যুৎসই মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত। দেশের শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ

জনগোষ্ঠী সরাসরি ও শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ আংশিকভাবে পশু সম্পদের উপর নির্ভরশীল। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে পশুজাত দ্রব্য যেমন– চামড়া, পালক, পশম ও হাড় ইত্যাদির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি ঃ কৃষি উন্নয়নে সেচের পানি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসাবে বিবেচিত। দ্রুত সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ তথা অধিক জমিকে সেচের আওতায় নিয়ে আসার সুফল ইতোমধ্যে উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিলক্ষিত হয়েছে। কৃষি উৎপাদনের জন্য অপরিহার্য এ মুল্যবান উপকরনটি কার্যকর ও দক্ষভাবে ব্যবহার করা গেলে আরও অধিক সুফল পাওয়া সম্ভব। সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণে বিকেবি লো-লিফট পাম্প, গভীর নলকুপ, অগভীর নলকুপ, হস্তচালিত নলকুপ, পদচালিত নলকুপ, রোয়ার পাম্প ইত্যাদি সেচ যন্ত্র ক্রয় এবং স্থাপনে কৃষি পর্যায়ে ঋণ সহায়তা প্রদান করে থাকে।

কৃষি ভিত্তিক শিল্প ঃ কৃষি প্রধান দেশ হিসাবে বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকার ফসল ও ফলমুল উল্লেখযোগ্য পরিমানে জন্মায়। সাম্প্রতিককালে হাঁসমুরগীর খামার, দুগ্ধখামার ও মৎস্য খামারের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটেছে। প্রক্রিয়াজাতকরণ করে মূল্য সংযোজন পূর্বক এগুলো রপ্তানীর যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। কৃষিভিত্তিক শিল্পসমূহের মধ্যে হাঁসমুরগীর খামার, দুগ্ধ খামার, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, মৎস্য হিমায়িতকরণ/প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক অর্থায়ন করে থাকে।

হাঁসমুরগীর খামার

* হাঁসমুরগীর ব্রয়লার খামার।
* হাঁসমুরগীর লেয়ার খামার।
* হাঁসমুরগীর হ্যাচারী।
* হাঁসমুরগীর খামার সংশ্লিষ্ট/নির্ভরশীল যে কোন প্রকল্প।

দুগ্ধ খামার

গাভী পালনের মাধ্যমে দুগ্ধ উৎপাদন, দুগ্ধ সংগ্রহ দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ করে ঘি, মাখন, পাস্তরাইজড দুধ ইত্যাদি উৎপাদন ও বিপণন।

খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রকল্প

* ফসলজাত খাদ্য প্রস্তুত, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ প্রকল্প।
* ময়দা, পাউরুটি ও বিস্কুট, সেমাই, নুডুলস, চিপস, চানাচুর, কর্নফ্লেক্স, পটেটো ফ্লেক্স, ফ্রেঞ্চফ্রাই, পপকর্ন ইত্যাদি জুস, জেলী, টমেটো-কেচাপ, সস, আচার ইত্যাদি।
* মসলা প্রক্রিয়াজাতকরণ।
* বিভিন্ন প্রকার তেল মিল, ডাল মিল।
* ডিহাইড্রেটফল ক্যানিং, প্যাকেজিং, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ।

চলমান

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক বিবিধ কৃষিজাত পন্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ, বাজারজাতকরণ, রপ্তানীকরণ (প্যাকিং-ক্রেডিটসহ) তা 'সামগ্রিক ব্যবসা পরিচালনার জন্য স্বল্প মেয়াদে সিসি/ওয়ার্কি ক্যাপিটাল হিসেবে চলমান ঋণ প্রদান করে থাকে। কৃষি জাত পন্য প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণের

সর্বশেষ স্তর পর্যন্ত ঋণ সুবিধা পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে বিকেবি ঋণ খাতসমূহের সম্প্রসারণে সচেষ্ট রয়েছে। যেমনঃ তুলা প্রক্রিয়াজাতকরণ তথা স্পিনিং মিল স্থাপন, সুতার ব্যবসা বস্ত্রকল/তাঁত স্থাপন, বস্ত্র/শাড়ী তৈরী ও বিপনন কাপড়ের উপর কারুকাজ প্রকল্প/কুটির শিল্প স্থাপন, হোশিয়ারী/ গার্মেন্টেস শিল্পে রপ্তানী ঋণ প্রদান পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চলমান ঋণ খাতে ৪১৯৫৯ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে।

দারিদ্র্য বিমোচন ও ক্ষুদ্র ঋণ কমসূচী

বাংলাদেশে দারিদ্র পরিস্থিতি যদিও ক্রমহ্রাসমান তথাপি এখনও তা ব্যাপক ও বিস্তৃত। জনসংখ্যার বিশাল অংশ জীবন ধারণকে দারিদ্র সীমার নীচে জীবনধারণ করে এবং তাদের অধিকাংশই গ্রামে বাস করে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন ধারণকে দারিদ্র সীমার উপরে উন্নীত করতে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 'ক্ষুদ্র ঋণ' উক্তিটি সমধিক পরিচিত হলেও এর সার্বজনীন কোন সংজ্ঞা এখনও নিরুপিত হয়নি। সাধারণভাবে নগর ও পল্লীর দরিদ্রদেরকে কোন প্রকার সহায়ক জামানত ছাড়া ঋণ প্রদানকে ক্ষুদ্র ঋণ হিসাবে অভিহিত করা হয়। দারিদ্র বিমোচনে সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচীর সহায়ক হিসাবে অবদান রাখার লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিকেবি'র ক্ষুদ্র ঋন কর্মসূচীসমূহ গৃহীত হয়ে থাকে। কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি, জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন তথা দারিদ্র বিমোচনের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র ঋণের অবদান বিবেচনা করে বিকেবি নিজস্ব কর্মসূচী সমূহের পাশাপাশি স্থানীয় এবং আন্ত র্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে যৌথ উদ্যোগেও অনেক ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। দারিদ্র বিমোচনে সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচীর সহায়ক হিসাবে অবদান রাখার লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিকেবি'র ক্ষুদ্র কর্মসূচী সমূহ গৃহীত হয়ে থাকে। দক্ষ ও অদক্ষ নির্বশেষে দারিদ্র জনগোষ্ঠির সকল অংশ যেমন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী, ভূমিহীন শ্রমিক, বেকার যুবক, অসহায় দারিদ্র মহিলা ও বস্তিবাসীদেরকে এ ঋণ কর্মসূচীতে অন্তর্ভূক্ত করণের ব্যবস্থা রেখে বিকেবির ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী প্রণীত হয়। বিশেষভাবে যারা প্রত্যক্ষভাবে কৃষির সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় তারা ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণপূর্বক আয় উৎসাহী কমকোন্ডে নি য়োজিত হয়ে পরিবারকে আর্থিকভাবে সহযোগিতা প্রদানের সুযোগ পাচ্ছে। ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরে বিকেবি এ খাতে ৬৮.১৬ কোটি টাকা বিতরণ করেছে। বর্তমানে বিকেবির উল্লেখযোগ্য ক্ষুদ্র FY কর্মসূচীসমূহ হচ্ছেঃ

* ছাগল পালন (জাতীয় কর্মসূচী)।
* গরু মোটাতাজাকরণ কর্মসূচী।
* ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীদের ঋণদান কর্মসূচী।
* গ্রামীন মহিলাদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্প এডিবি ঋণ নং-১০৬৭ ব্যান (এসএফ)।
* স্বনির্ভর ঋণ কর্মসূচী।
* ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীন শ্রমিক উন্নয়ন প্রকল্প (এসএফডিসি)
* দক্ষিণ এশিয়া দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী।
* বিকেবি-এনজিও ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী।
* জাতিসংঘ মুলধন উন্নয়ন কর্মসূচী (ইউএনডিএফ)।

প্রসংগত উল্লেখ্য যে, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর পরিচালিত বিভিন্ন কৃষি ভিত্তিক খাতে প্রশিক্ষিত যুবকদের মধ্যে আত্মকর্মসংস্থানে আগ্রহী ও সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তদেরকে ব্যাংকের প্রচলিত নীতিমালার আওতায় জামানত বিহীন ঋণ প্রদানের জন্য বিকেবি ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মধ্যে সমঝোতা স্মারক সম্পাদন

প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের বিভিন্ন ঋণের উপর সুদের হার স্মারণীঃ ০৯ এ দেখানো হলো।

ঋণ আদায়

ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে গুনগত পরিবর্তন এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে প্রনোদনা সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ২০০১-০২ অর্থ বছরের এপ্রিল মাসে (Miracle) কর্মসূচী ঘোষনা করে। ''Miracle'' এর অর্থ হচ্ছে "Maximum Incentive for Reovery of a Classified Loan Entirely." এই কর্মসূচীর আওতায় শ্রেনীকৃত ঋণ সম্পূর্ণ আদায় হলে সংশ্লিষ্ট শাখার Bcj-ul pj-b সংশ্লিষ্ট কর্মীগন ঐ ঋণের বিপরীতে আদায়কৃত সুদের ১০% নগদে ইনসেনটিভ পায়। এই ১০% এর ৭% পায় সংশ্লিষ্ট আদায়কারী মাঠকর্মী। বাদবাকী ৩% শাখার অন্যান্য কর্মী অর্থাৎ পিয়ন হতে ব্যবস্থাপক phjC পায়। আরও স্পষ্ট করার জন্য একটি উদাহরন দেয়া যেতে পারে । ধরা যাক, একজন ঋণগ্রহীতা ১০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। ঋণটি যেকোন কারনে দীর্ঘকাল আদায় না হয়ে শ্রেনীকৃত (সি,এল) হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ সার্কুলার অনুযায়ী তিন লাখ পর্যন্ত কৃষি ঋণ কোন অবস্থাতেই সুদসহ দ্বিগুনের বেশীভাগ স্থিতি হতে পারে না। সে দিক থেকে ঋণটির উপর ১০,০০০/- টাকা সুদারোপ হয়ে ২০,০০০/- টাকা হয়েছে। অর্থাৎ, আসল ১০,০০০/- টাকা এবং সুদ ১০,০০০/- টাকা। এই ঋণ সম্পূর্ণ আদায় হলে শাখার সংশ্লিষ্ট কর্মীগন ১০,০০০/- টাকা সুদের ১০% অর্থাৎ ১,০০০/- টাকা পাবেন। এই ১,০০০/- টাকার ৭% অর্থাৎ ৭০০/- টাকা পাবেন সংশ্লিষ্ট ঋণ আদায়কারী আর বাদবাকী ৩০০/- টাকা পাবেন শাখার অন্যান্য সকল সহকর্মী। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এই নীতিমালা অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে প্রনয়নের ফলে ব্যাংকের দীর্ঘদিনের আটকে পড়া শ্রেনীকৃত ঋণ (Classified loan) আদায়ে ব্যাপক সাড়া পড়ে। ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট মাঠকর্মীগণ বেতনের অতিরিক্ত সৎ পথে উপার্জনের একটি বিরল সুযোগ লাভ করে। অনেক শাখার মাঠকর্মী এক লক্ষ টাকা হতে দেড় লক্ষ টাকা পর্যন্ত বাড়তি উপার্জন করে। এ ছাড়া যে শাখা সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরে ঋণের ৫% শ্রেনীকৃত ঋণ হ্রাস করতে পারে - ঐ শাখার ব্যবস্থাপক শাখার মোট ইনসেনটিভ এর ০.৫০% ইনসেনটিভ পায়। যুগান্তকারী এ নীতি প্রনয়নের ফলে ব্যাংকের অভ্বলষ কর্মকর্তা-কর্মচারী ঋণ আদায়ে সর্ব্বক প্রচেষ্টা গ্রহন করে। ব্যাংকের সার্বিক শ্রম সময় বৃদ্ধি পায়। কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নিজ উদ্যোগে কাজ করতে থাকে। এতে ব্যাংকের পরিচালনগত কার্যক্রমে স্বচ্ছতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া বছর শেষে পরিচালনগত কার্যক্রমকে মূল্যায়ন করে প্রতি বিভাগের ১ জন শ্রেষ্ঠ অঞ্চল প্রধান, প্রতি অঞ্চলের ৩ জন শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থাপক এবং ৩ জন মাঠকর্মীকে সার্টিফিকেট প্রদানের মাধ্যমে স্বীকৃতি দেয়ার বিধিমালা প্রবর্তন করা হয়েছে।

ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে গুনগত পরিবর্তনের মাধ্যমে শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমান হ্রাস এবং নতুন করে শ্রেনীকরন রোধকল্পে ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে নিম্নবর্ণিত কৌশল বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখা হয় ঃ

* প্রতিটি শাখার শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমান যথাসম্ভব কমিয়ে সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে আসা। এ লক্ষ্যে প্রতি হিসাব বর্ষে প্রতিটি শাখার শ্রেণীকৃত ঋণের স্থিতি অব্যবহিত পূর্ববর্তী বছরের শ্রেণীকৃত ঋণের স্থিতির তুলনায় ন্যূনতম ৫% হ্রাসকরণ।

* যে সমস্ত ঋণ হিসাব আদায় না হলে অর্থ বছর শেষে নতুন করে শ্রেণীকৃত ঋণে পরিনত হবে সে সমস্ত ঋণ হিসাব সমূহকে শ্রেণীযোগ্য ঋণ হিসাবে (Would-be-Classified) চিহ্নিতকরে তা

আদায়ে সর্ব্বক প্রচেষ্টা গ্রহনের মাধ্যমে শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমান বৃদ্ধি রোধ করা। শ্রেণীযোগ্য ঋণ ধারনা প্রবর্তন ও আদায়ে অগ্রাধিকার প্রদানের ফলে ২০০৩-০৪ অর্থবছরে শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমান ও হার উভয়ই হ্রাস পায়।

* অর্থবছরের শুরুতেই অর্থাৎ জুলাই মাসের প্রথমেই শ্রেণীকৃত ও শ্রেণীযোগ্যসহ সকল ঋণ গ্রহীতাদের তালিকা প্রস্তুতকরণ ও এতদ্‌সংক্রান্ত সকল প্রস্তুতি মূলক কাজ সম্ভব করা।

* শ্রেণীকৃত ঋণ ও শ্রেণীযোগ্য ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য অর্থবছরের প্রথম থেকেই নানা রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এ পদক্ষেপ গুলোর মধ্যে রয়েছে-শুভ হালখাতা, মধুমেলা, নবান্ন মেলা, মহাক্যাম্প ইত্যাদি অনুষ্ঠানমালা। এছাড়া দুর্বল শাখা গুলোকে সহায়তা প্রদান করার জন্য প্রধান কার্যালয় থেকে শতাধিক কর্মকর্তাকে ঐ সকল শাখায় সাময়িক নিয়োগ দান, উর্ধ্বতন নির্বাহীদের নিয়ে টাস্কফোর্স গঠন করে মাঠ পর্যায়ে প্রেরণ, প্রধান কার্যালয় থেকে শক্তিশালী মনিটরিং ব্যবস্থা প্রবর্তন, প্রধান নির্বাহী কর্তৃক প্রত্যন্ত ও দুর্বল অঞ্চল সমুহের শাখা ব্যবস্থাপক ও মাঠকর্মীদের সাথে অনুপ্রেরনামূলক (Motivational) মতবিনিময়, ১৬ দফা কর্মসূচী জারী ইত্যাদি উল্লেখ্যযোগ্য। ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছর সহ বিগত ০৫ বছরে ব্যাংকের ঋণ আদায়ের চিত্র সারণী ১০ এ দেখানো হলো।

  বর্ণিত কৌশলসমুহ অবলম্বনের ফলে ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে গুনগত মান অর্জিত হয় এবং ব্যাংক শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমান হ্রাস ও অশ্রেণীকৃত ঋণের পরিমান পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় উল্লেখ্যযোগ্য হারে বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয় যা সারণী ১১ এ দেখানো হলো।

➢ উপরোক্ত তথ্য বিশ্লেষনে দেখা যায় অশ্রেণীকৃত ঋণ স্থিতি (Performing Asset) বিগত ৫ বছরে ৪৬% হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৫৯% এ উপনীত হয়েছে।

➢ অপরদিকে শ্রেণীকৃত ঋণ স্থিতি (Non-Performing Asset) বিগত ৫ বছরে ৫৪% হতে হ্রাস প্রাপ্ত হয়ে ৪১% এ উপনীত হয়েছে।

আমানত

ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল ভিত্তিকে শক্তিশালী করণের লক্ষ্যে আমানত সংগ্রহের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করায় উচ্চ সুদবাহী বিপুল আমানত ছেড়ে দেয়ার পরও আলোচ্য অর্থ বছরে ব্যাংকের আমানতের স্থিতি পববর্তী অর্থ বছরের তুলনায় ৪৯৪.৭০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়। নিম্নে বিগত ০৫ বছরের আমানতের চিত্র সারণীঃ ১২ এ দেখানো হলো।

➢ উপরোক্ত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরে ৪৯৪.৭০ কোটি টাকা আমানত অর্জিত হওয়া সত্ত্বেও আমানতের সুদ ব্যয় পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১৩.৬৮ কোটি টাকা হ্রাস প্রাপ্ত হয়েছে।

➢ কষ্ট অব ডিপোজিট পূর্ববর্তী বছরের ৬.৫০% থেকে আলোচ্য অর্থ বছরে হ্রাস প্রাপ্ত হয়ে ৫.৭০% এ উপনীত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং ও বৈদেশিক বিনিময় ব্যবসা

ব্যাংক বর্তমানে ১৪টি অনুমোদিত শাখার মাধ্যমে বৈদেশিক বিনিময় ব্যবসা পরিচালনা করছে। বর্তমানে ব্যাংকের ১৭৭ টি বিদেশী ব্যাংকের সাথে প্রতিসংগী সম্পর্ক ও ১৩টি এক্সচেঞ্জ কোম্পানী সাথে Taka Drawing Arrangement রয়েছে। ব্যাংকের ৯৩০টি শাখার মাধ্যমেই বৈদেশিক রেমিট্যান্স প্রেরণের সুবিধা রয়েছে। ৭৫টি ব্যাংকের সাথে SWIFT BKB Arrangement করার ফলশ্রুতিতে সর্বোচ্চ মান ও দ্রুত গ্রাহক সেবা প্রদান সম্ভব হচ্ছে। এতে ব্যাংকের বৈদেশিক ব্যবসার পরিমান উত্তরত্তোর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিগত ৫ বছরে ব্যাংকের বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অর্জন সারণীঃ ১৩ এ দেখানো হলো।

ব্যাংকের আয় ও ব্যয়

২০০৩-২০০৪ অর্থ বছর সহ বিগত ০৫ বছরের আয় ও ব্যয়ের চিত্র সারনী ১৪ তে দেখানো হলো ।

২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরে অর্জিত আয় পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মোট আয় বিগত বছরের তুলনায় ১০.৩১ কোটি টাকা হ্রাস প্রাপ্ত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ব্যাংকের আয়ের সিংহভাগই আসে ঋণের উপর সুদ আয় হতে। কিন্তু সরকারী নির্দেশনায় ঋণের উপর সুদ হার প্রথম দফায় ১২% হতে ১০% এ এবং দ্বিতীয় দফায় ১০% হতে ৮% এ নির্ধারণ করায় তা ঋণের সুদ আয়ের উপর ঋণাত্মক প্রভাব ফেলেছে। ফলশ্রুতিতে ঋণের সুদ আয় বিগত বছরের তুলনায় ১৬.৯৭ কোটি টাকা হ্রাস পায়। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য অর্থ বছরে ঋণের উপর সুদ আয় বাবদ ৪৩০.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলন করা হয়েছিল। কিন্তু সুদের হার দুই দফায় হ্রাস করার কারণে প্রাক্কলিত আয়ের তুলনায় প্রকৃত সুদ আয় ৩৪৮.৩৫ কোটি টাকা হয়েছে অর্থাৎ ৮১.৬৫ কোটি টাকা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে। ঋণের সুদ হার অপরিবর্তিত থাকলে ব্যাংকের লোকসানের পরিমান দুই অংকে আনা সম্ভবপর হতো। ব্যাংকে মিরাকল কর্মসূচীর ব্যায় যুগান্ত কারী নীতি প্রনয়নের ফলে বিরাট অংকের non-performing asset কে performing asset এ পরিনত করা সম্ভব হয়েছে।

ব্যাংকের ক্রমাগত লোকসানকে থমকে ধারাতে বাধ্য করানো গেছে। কিন্তু লোকসানের পরিমান হ্রাস করা সম্ভব হয়নি। খেববৃ ব্যাংকের সুদের হার হ্রাস করে ৮% এ আনা হয়েছে। অথচ ব্যাংকের কষ্ট অব ফান্ড বর্তমানে ৮% । বিশেষতঃ দীর্ঘদিনের আটকে পড়া শ্রেণীকৃত ঋণ যার বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের ধার পরিশোধ করা হচ্ছে। সেগুলো আদায় না হওয়ার ফলে কষ্ট অব ফান্ড এত বেশী। ব্যাংকের পরিচালনাগত ব্যয় (বেতন, ভবন ভাড়া, পরিবহন, বিদ্যুৎ, পানি খরচ ইত্যাদি) গড়পড়তা ৩% আসে। সুতরাং লোকসানের পরিমান কমানো অত্যন্ত দুরুহ হয়ে পড়েছে। তম্মধ্যে কৃষি ব্যাংক ৬০% এর বেশী ঋণ কৃষি খাতে বিনিয়োগ করে যা ঝুঁকিপূর্ণ খাত বলে বিবেচিত। বন্যা, খড়া, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক দূর্যোগের ফলে কৃষকদের নিকট হতে সব সময় ঋণ আদায় সম্ভব হয় না। এমনকি অনেক সময়ে সুদ বা সুদের অংশ বিশেষ মওকুফ করতে হয়। যেমন ঃ সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যার কারণে বর্তমান ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে বন্যাকবলিত এলাকায় ঋণ আদায় এক বছরের জন্য স্থগিত রয়েছে। সার্টিফিকেট মামলা দায়ের বা দায়েরকৃত মামলার তদবির এক বছরের জন্য বন্ধ রয়েছে।

- ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরে ৪৯৪.৭০ কোটি টাকা আমানত অর্জিত হওয়া সত্ত্বেও আমানতের সুদ ব্যয় পরবর্তী বছরের তুলনায় ১৩.৬৮ কোটি টাকা হ্রাস পেয়েছে।
- ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরে ৩০০.০০ কোটি টাকা রিফিন্যান্স ঋণ গ্রহন করা সত্ত্বেও বাংলাদেশ

ব্যাংক দেনার সুদ ব্যয় ৭.৪২ কোটি টাকা হ্রাস পেয়েছে।

উপরোক্ত কর্মকান্ডের বিপরীতে অর্জনের ক্ষেত্রে ২০০৩-০৪ অর্থ বছরের লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট সমুহ নিম্নরুপ

- ব্যাংকের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা / কর্মচারীগণের আন্তরিক ও স্বতঃস্ফূত– অংশগ্রহন।
- গুণগত মান সম্পন্ন ঋণ বিতরণ (মৎস্য চাষ ও পশু সম্পদ খাতে অগ্রাধিকার প্রদান)।
- শ্রেণীযোগ্য ঋণ (Would be Classified Loan) চিহ্নিত করণ ও আদায়।
- শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমান ও হার কমিয়ে আনা।
- আমানত অর্জনে সফলতার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা এবং আমানতের সুদ ব্যয় হ্রাসকরণ।
- সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপনা কর্তৃক তহবিলের হিসাব সংরক্ষন ও ব্যবস্থাপনা।
- পুরাতন ঋণ অবলোপন (Write Off)।
- শক্তিশালী মনিটরিং পদ্ধতির প্রচলন।

উপসংহার

সামাজিক দায়িত্ব পালনে বিভিন্ন সময় সরকারী নীতিমালা ব্যাংককে মেনে চলতে হয়েছে বিধায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সব সময় ব্যাংক পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি। গুনগত মানম্মত বিনিয়োগ বৃদ্ধি, অধিক সুদবাহী ঋণ হিসাবসমুহে থেকে আদায় ত্বরান্বিত করা, কম সুদের আমানত সংগ্রহ, শ্রেণীকৃত ঋণের হার কমিয়ে আনা, বৈদেশিক বাণিজ্যে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, সেবার মান বৃদ্ধিতে সহায়ক অবকাঠামোগত সুবিধার সম্প্রসারণ, আর্থিক ব্যয় ও আয়ের সামঞ্জস্যতা বিধান এবং সর্বোপরি দীর্ঘ মেয়াদী আর্থিক ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক-এর জন্য অপরিহার্য। উপরোক্ত কর্মকান্ডে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের বাস্তব সম্মত নীতিমালা প্রণয়ন ও উহা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য ব্যাংকের সকল স্তরের কর্মকর্তা / কর্মচারীর অংশগ্রহন একান্ত কাম্য যা বিগত বৎসরে অভাবনীয়ভাবে লক্ষ্য করা গেছে এবং চল্‌তি বৎসরে উহা আরও গতিময় হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

সহায়ক গ্রন্থপূঞ্জী

১. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৪।
২. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।
৩. বাংলাদেশ ব্যাংক।
৪. বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০১-২০০২ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
৫. শাখা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক থেকে সংগ্রহীত তথ্য।
৬. কেন্দ্রীয় হিসাব ও তহবিল ব্যবস্থাপনা বিভাগ-১, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক- থেকে সংগ্রহীত তথ্য।
৭. বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত পরিপত্র, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

সারণী ১

চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি, জিএনআই, মাথাপিছু জিডিপি ও মাথাপিছু জিএনআই

বিষয়	১৯৯৯-০০	২০০০-০১	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪
(সাময়িক)					
জিডিপি (কোটি টাকায়)	২৩৭০৮৬	২৫৩৫৪৬	২৭৩২০১	৩০০৫৮০	৩৩২৫৬৭
জিএনআই (কোটি টাকায়)	২৪৫৭৯৯	২৬২৩৮৮	২৮৫৭৪৩	৩১৭১৬৩	৩৫০৭৫৯
জনসংখ্যা (কোটিতে)	১২.৮১	১২.৯৯	১৩.১৬	১৩.৩৪	১৩.৫২
মাথাপিছু জিডিপি (টাকায়)	১৮৫১১	১৯৫২৫	২০৭৫৪	২২৫৩০	২৪৫৯৮
মাথাপিছু জিএনআই(টাকায়)	১৯১৯২	২০২০৬	২১৭০৭	২৩৭৭৩	২৫৯৪৪
মাথাপিছু জিডিপি (মার্কিন ডলারে)	৩৬৮	৩৬২	৩৬১	৩৮৯	৪২১
মাথাপিছু জিএনআই (মার্কিন ডলারে)	৩৮১	৩৭৪	৩৭৮	৪১১	৪৪৪

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ।

সারণী ২

জিডিপি সঞ্চয়ের শতকরা হার

দেশজ সঞ্চয়		জাতীয় সঞ্চয়
১৯৯৫-৯৬	১৪.৯০	২০.১৭
১৯৯৬-৯৭	১৫.৯০	২১.৫৮
১৯৯৭-৯৮	১৭.৪১	২১.৭৭
১৯৯৮-৯৯	১৭.৭১	২২.৩১
১৯৯৯-০০	১৭.৮৮	২৩.১০
২০০০-০১	১৮.০০	২২.৪১
২০০১-০২	১৮.১৬	২৩.৪৪
২০০২-০৩	১৮.২১	২৪.৪৫
২০০৩-০৪ (সাময়িক)	১৮.২৭	২৪.৪৯

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

সারণী ৩

জিডিপি বিনিয়োগের শতকরা হার

মোট বিনিয়োগ	সরকারী বিনিয়োগ	বেসরকারী বিনিয়োগ
১৯৯৫-৯৬	১৯.৯৯	৬.৪২	১৩.৫৮
১৯৯৬-৯৭	২০.৭২	৭.০৩	১৩.৭০
১৯৯৭-৯৮	২১.৬৩	৬.৩৭	১৪.২৬
১৯৯৮-৯৯	২২.১৯	৬.৭২	১৫.৪৭
১৯৯৯-০০	২৩.০২	৭.৪১	১৫.৬১
২০০০-০১	২৩.০৯	৭.২৫	১৫.৮৪
২০০১-০২	২৩.১৫	৬.৩৭	১৬.৭৮
২০০২-০৩	২৩.৪১	৬.২০	১৭.২১
২০০৩-০৪ (সাময়িক)	২৩.৫৮	৬.১২	১৭.৪৭

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

সারণী ৪

এক নজরে বাংলাদেশের আর্থিক বাজার

	ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান	পুঁজি বাজার
ক)	রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক (৪টি)	ক) ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসআই)
খ)	সরকারী মালিকানাধীন বিশেষায়িত ব্যাংক/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান (৫টি)	খ) চট্রগ্রাম ষ্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসআই)
গ)	বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক (৩০টি)	
ঘ)	বিদেশী মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক (১০টি)	
ঙ)	অন্যান্য ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান (২৮টি)	

***উৎস ঃ** বাংলাদেশ ব্যাংক ও সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (এপ্রিল ২০০৪ পর্যন্ড়)*

সারণী ৫

২০০৩ এর শেষে বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থার অবকাঠামো

ব্যাংকের ধরণ	ব্যাংকের সংখ্যা	শাখার সংখ্যা	মোট সম্পদের শতকরা অংশ	মোট আমানতের শতকরা অংশ
রাষ্ট্রায়ত্ব	৪	৩৩৯১	৪২.৮৫	৪৬.০৪
বিশেষায়িত	৫	১৩১৪	৭.৫৭	৫.৪৯
বেসরকারী	৩০	১৪৮২	৩৯.৪৬	৪১.০৬
বিদেশী	১০	৩৩	১০.১৮	৭.৪১
মোট	৪৯	৬২২০	১০০.০০	১০০.০০

উৎসঃ *বাংলাদেশ ব্যাংক।*

সারণী ৬

ব্যাংক সমূহের শাখার বিস্তার (নভেম্বর-২০০৩)

ব্যাংকের ধরণ	ব্যাংকের সংখ্যা	শাখার সংখ্যা			মোট শাখার সংখ্যার শতাংশ		
		শহরে	মফস্বলে/ গ্রামাঞ্চলে	মোট	শহরে	মফস্বলে/ গ্রামাঞ্চলে	মোট
রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকসমূহ	৪	১২৪৪	২১৪৭	৩৩৯১	৩৬.৬৯	৬৩.৩১	১০০
বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ	৫	১৫০	১১৬৩	১৩১৩	১১.৪২	৮৮.৫৮	১০০
বেসরকারী ব্যাংকসমূহ	৩০	১০৮১	৩৭৭	১৪৫৮	৭৪.১৪	২৫.৮৬	১০০
বিদেশী ব্যাংক সমূহ	১০	৩৩	০	৩৩	১০০.০০	০.০০	১০০

উৎসঃ *বাংলাদেশ ব্যাংক, নভেম্বর ২০০৩ এর হিসাব অনুসারে।*

সারণী ৭

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের বিগত ৩ বছরের কর্মকান্ড

(কোটি টাকায়)

কর্মকান্ডসমূহ	২০০৩-০৪ অর্থ বছরে অর্জন	২০০২-০৩ অর্থ বছরে অর্জন	২০০১-০২ অর্থ বছরে অর্জন
০১। ঋণ বিতরণ	১৯৬৪.১৪	১৬৬৮.৬৭	১৫৬৩.১৮
০২। ঋণ আদায়	১৩০৪.৫৮	১০৬০.১৫	১৭৩২.৩০
০৩। আমানত সংগ্রহ	৪৯৪.৭০	৪২০.৭০	১৫৪.২৩
০৪। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে রিফাইন্যান্স গ্রহণ	৩০০.০০	-	৫৯০.২৫
০৫। বাংলাদেশ ব্যাংকের রিফাইন্যান্স পরিশোধ	১৩৪.৮০	১৪০.৪০	২৮৭.৮৪
০৬। আমদানী ব্যবসা	৫৫৭.২৭	৬৬৯.২২	৪১৪.১৩
০৭। রপ্তানী ব্যবসা	৪৮১.৯২	৩২৭.৫০	২৮৯.৫৩
০৮। বৈদেশিক রেমিট্যান্স	১৫৭.২২	১৩০.৫১	৬৬.৮৯
০৯। শ্রেনীকৃত ঋণ স্থিতি	২৩০০.০০	২৫৮৩.৮৮	২৭০২.১৯
১০। অশ্রেনীকৃত ঋণ স্থিতি	৩২৮৩.২২	২৭৫৫.৭৯	২৫০৮.৫৩
১১। অনাদায়ী ঋণ স্থিতি	৫৫৮৩.৭৮	৫৩৩৯.৬৭	৫২১০.৭২
১২। আয়	*৪১৮.৭৪	৪২৯.০৫	৩৭৮.৭৭
১৩। ব্যয়	*৫৫৮.১০	৫৬২.৩৩	৫৭০.৮৪
১৪। লাভ/লোকসান	*(-) ১৩৯.৩৬	(-) ১৩৩.২৮	(-)১৯২.০৭

* প্রভিশনাল এখন চুড়ান্ত হয়নি।

উৎসঃ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

সারনী ৮
বিগত ৫ বছরে ব্যাংকের খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণের চিত্র

অর্থ বছর	শস্য ঋণ	মৎস সম্পদ	পশু সম্পদ	সেচ ও খামার যন্ত্রপাতি	কৃষি ভিত্তিক শিল্প/প্রকল্প ঋণ	চলমান ঋণ	আর্থ-সামাজিক কর্মসূচী	অন্যান্য	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৯৯-০০	৮৪৭.৯৪	১০.২৪	৩৭.৯৭	২.৮৩	২২.৫৭	১১৬.৬২	১২৪.৮১	২৭৬.৮৬	১৫৩৯.৩৮
০০-০১	৯৯৫.৬০	১৫.৫৮	৩৯.৮৮	২.৮৯	১১.৭২	২৯০.৮৪	১২০.০১	৩০৫.৮৪	১৭৮২.৩৬
০১-০২	৮৫৯.২৫	১২.৭৯	৩৫.৯২	৪.৪৮	৩০.৩৪	২৯২.৯৩	৮৪.৮১	২৪৩.৮৪	১৫৬৩.১৮
০২-০৩	৯৭২.২৫	৩৬.৬২	৯২.৮৬	৭.৬৩	৬৩.৩২	২৫৩.৬৯	৮২.৫৬	১৫৯.৭৪	১৬৬৮.৬৭
০৩-০৪	১০২৪.১৭	৭০.০০	১৫২.৪১	১৩.৮৮	৭১.৬২	৪১৯.৫৯	৬৮.১৬	১৫০.২২	১৯৬৪.১০

উৎসঃ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ।

স্মারনী ৯
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের বিভিন্ন ঋনের উপর সুদের হার

ক্রমিক নং	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ঋনের খাতসমুহ	সুদের হার
	কৃষি ঋণ (বাৎসরিক ভিত্তিতে সুদ আরোপযোগ্য)	
ক)	শস্য, বিএডিসির সাথে চুক্তিবদ্ধ চাষীদের ঋণ, লবন উৎপাদন, মৎস্য চাষ, চিংড়ী চাষ, ফুল চাষ, কলা চাষ, জলমহাল ব্যবস্হাপনা ও মৎস্য আহরন, রেশম পোকা চাষ, পানবরজ, ছাগল পালন, গরু মোটাতাজাকরন, হালের বলদ/মহিষ ক্রয়, গাভী পালন/দুগ্ধ খামার, খামার যন্ত্রপাতি, সেচ যন্ত্রপাতি, সামুদ্রিক মৎস্য আহরন, নার্সারী ও উদ্যান উন্নয়ন, গ্রামীন যানবাহন, ফলের বাগান, মিশ্র খামার, ছাগল-ভেড়ার ব্রিডিং ফার্ম ও জায়ারিং ফার্ম, লেয়ার/ব্রয়লার পোল্ট্রী ফার্ম, মৎস্য ও পশুসম্জ্দ, গভীর/অগভীর নলকুপের কমান্ড এরিয়া উন্নয়ন, গ্রামীন অর্থ সংস্থান কর্মসূচী, আলু উৎপাদনের জন্য আদর্শ প্রকল্প, নারিকেল ও সুপারি চাষ ও রাবার চাষ ।	৮.০০%
খ)	চা উৎপাদন ও চা উন্নয়ন (ব্যাংকের নিজস্ব অর্থায়নে মেয়াদী ঋণ)	৯.০০%
গ)	ধান ভাংগার কল	৯.০০%
	চলতি মূলধন ঋণ ঃ	
ক)	কৃষি ভিত্তিক শিল্পে চলতি মূলধন ঋণ (প্রসেসিং)	৯.০০%
খ)	কৃষি পণ্য বিপননের জন্য চলতি মূলধন ঋণ (ট্রেডিং)	১০.০০%
গ)	হিমাগারে আলু সংরক্ষনের জন্য চলতি মূলধন ঋণ	১০.০০%
	রপ্তানী ঋণ ঃ	
ক)	হিমায়িত খাদ্য ও কৃষি পণ্য রপ্তানী ঋণ (এলসির আওতায়)	৭.০০%

উৎস ঃ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ।

সারণী ১০

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ঋণ আদায়ের চিত্র

(কোটি টাকায়)

ঋণের ধরণ	১৯৯৯-২০০০		২০০০-২০০১		২০০১-২০০২		২০০২-২০০৩		২০০৩-২০০৪	
	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
শ্রেণীকৃত	-	৩১৫.৫৩	-	৩৯১.১১	৯০০.০০	৪২১.৪০	৬৭৫.০০	৪৬৮.২৩	৫৪৫.৫৭	৪৯৪.৫০
শ্রেণীযোগ্য	-	-	-	-	-	-	৮৫০.০০	৫৯১.৯২	১০৫৪.৪৩	৮১০.০৮
অশ্রেণীকৃত	-	১২০৪.১১	-	১২৭০.৫০	৬০০.০০	১৩১০.৯০	-	-	-	-
সর্বমোট ঃ	১৩০০.০০	১৫১৯.৬৪	১৪০০.০০	১৬৬১.৬১	১৫০০.০০	১৭৩২.৩০	১৭০০.০০	১০৬০.১৫	১৬০০.০০	১৩০৪.৫৮

উৎসঃ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ।

সারণী ১১

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের শ্রেনীকৃত ও অশ্রেনীকৃত ঋণের বিভাজন

(কোটি টাকায়)

ঋণের ধরণ	৩০-০৬-২০০০	৩০-০৬-২০০১	৩০-০৬-২০০২	৩০-০৬-২০০৩	৩০-০৬-২০০৪	পরবর্তী বছরের তুলনায় হ্রাস/বৃদ্ধি
অশ্রেণীকৃত	২১৬৩.৬২ (৪৬%)	২২৯৫.১৮ (৪৫%)	২৫০৮.৫৩ (৪৮%)	২৭৫৫.৭৯ (৫২%)	৩২৮৩.২২ (৫৯%)	(+) ৫২৭.৪৩
শ্রেণীকৃত	২৫৭৭.২০ (৫৪%)	২৮৪২.৮৫ (৫৫%)	২৭০২.১৯ (৫২%)	২৫৮৩.৮৮ (৪৮%)	২৩০০.০০ (৪১%)	(-) ২৮৩.৮৮

উৎসঃ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ।

সারণী ১২

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের আমানত পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

বৎসর	সংগৃহিত আমানতের পরিমান			কষ্ট অব ডিপোজিট (%)
	আমানত স্থিতি		সুদ প্রদান	
১৯৯৯-২০০০	৩১৪৩.৮১	৭৫০.৩৯	২২৭.০২	৮.৯৬%
২০০০-২০০১	৩৮৭০.০৬	৭২৬.২৫	২৭৬.১৪	৮.৬৫%
২০০১-২০০২	৪০২৪.২৯	১৫৪.২৩	২৮৯.০০	৭.৪১%
২০০২-২০০৩	৪৪৪৫.২২	৪২০.৯৩	২৬২.৫৭	৬.৫০%
২০০৩-২০০৪	৪৯৫৫.৮০	৪৯৪.৭০	২৪৮.৮৯	৫.৭০%

উৎসঃ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ।

সারণী ১৩

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের বৈদেশিক বিনিময় ব্যবসার চিত্র

(কোটি টাকায়)

ব্যবসার ধরণ	১৯৯৯-২০০০	২০০০-২০০১	২০০১-২০০২	২০০২-২০০৩	২০০৩-২০০৪
আমদানী	১৭৯.৪১	৪৩৩.৫৪	৪১৪.১৩	৬৬৯.০২	৫৫৭.২৭
রপ্তানী	২৬৪.০৫	৬৫০.৫০	২৮৯.৫৩	৩২৭.৫৩	৪৮১.৯২
বৈদেশিক রেমিট্যান্স	৯২.৪৮	৭৭.০৩	১১৫.৭৪	১৩০.৫১	১৫৭.২২
আয়	৯.৩৫	১৮.৪৪	১৬.৬৬	২২.২৮	২৭.০৯

উৎসঃ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ।

সারণী ১৪

(কোটি টাকায়)

বৎসর	*আয়*			*ব্যয়*			
	ঋণের উপর সুদ আয়	অন্যান্য আয়	মোট আয়	আমানতকারীদের কে প্রদত্ত সুদ ব্যয়	বাংলাদেশ ব্যাংকের দেনার ব্যয়	রাজস্ব ও অন্যান্য ব্যয়	মোট ব্যয়
১৯৯৯-২০০০	২৬৮.৯৬	২২.০৩	২৯০.৯৯	২২৭.০২	১২৩.৯৮	২০৪.০৫	৫৫৫.০৫
২০০০-২০০১	৪৬৮.৯৮	১১১.৯৮	৫৮০.৯৬	২৭৬.৫৬	৯৫.৯৩	২০৫.৫৬	৫৭৮.০৫
২০০১-২০০২	৩৩৬.৩২	৪২.৪৫	৩৭৮.৭৭	২৯৪.৩৭	১১১.৬৪	১৬৪.৮৩	৫৭০.৮৪
২০০২-২০০৩	৩৬৫.৩২	৬৩.৭৩	৪২৯.০৫	২৬২.৫৭	১২২.২৪	১৭৭.৫২	৫৬২.৩৩
২০০৩-২০০৪	৩৪৮.৩৫	৭০.৩৯	৪১৮.৭৪*	২৪৮.৮৯	১১৪.৮২	১৯৪.৩৯	৫৫৮.১০*

* প্রভিশনাল, এখনও হিসাব চুড়ান্ত হয়নি ।

উৎসঃ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ।